দেশভাগের যন্ত্রণা পেরিয়ে কেমন আছেন তাঁরা?

যেকোনও দেশভাগের মতো ঘটনা অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের জন্ম দেয়। ১৯৪৭, ভারত ভাগের পর অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের স্রোত এসে আছড়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে, ইতিহাস তার সাক্ষী। দেশভাগের নির্মমতা, রাষ্ট্রের বঞ্চনা, জাতি দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট, বাস্তুহারা মানুষের অধিকার, আন্দোলন নিয়ে পার্টিশনের নানা ধরনের আখ্যান লিখিত হয়েছে। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধে গান ছবি চলচ্চিত্রে যা উঠে এসেছে। কিন্তু বার বার ফিরে দেখতে গিয়ে দেখা যায় অনেকটাই যেন বাকি থেকে গেল। যা মানুষের জীবনের ভেতর সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে, জল ভাতের সঙ্গে, রক্ত মজ্জায় স্থান করে নিয়েছে, হাওয়া মাটিতে মিশে গেছে। একটা দেশভাগ অসংখ্য মানুষের জীবন পাল্টে দেয়, পেশা মানসিকতার পরিবর্তন করে দেয়। যাপনচিত্র হয়ে যায় হিসেবনিকেশের বাইরে। ক্ষেত্রসমীক্ষা, ভাষ্য গ্রহণ, সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে এর খোঁজ বা তল্লাশি করেছে আলোচ্য বইটি।

এই বইটির সম্পদ মৌখিক ভাষ্য গ্রহণ। যা ওরাল হিস্ট্রি হিসেবেই স্থান পাবে। নির্দিষ্ট নানা পর্যায়ের ভেতর দিয়েই এই ওরাল হিস্ট্রি রূপরেখা তৈরি করেই ভাষ্য সংগ্রহীত হয়েছে। এরকম ত্রিশটি মৌখিক ভাষ্য আছে এই দ্বিতীয় পর্বে। ভয়ঙ্কর সে সব কথা। মর্মন্তুদ, অনুভূতিকে অসাড় করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পড়তে পড়তে মনে হবে কোনও সাহিত্যরই ক্ষমতা নেই, এই কথন ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করা। ''মুসলমানরাই করত এরকম। যখন পাকিস্তান ছিল তখন খুব অত্যাচার হয়েছে। 'দাঁড় করায়ে গুলি করছে। যখন গন্ডগোল হেইছে তখন ধরো মানুষ পালায়ছে, বাগানের মধ্যে। সেই বাগানে যেয়ে গুলি করে সব পাখির মতো ঢইলে দিছে। ছেলে-বউ কাউরে ছাড়েনি।'' ভাষ্য সাবিত্রী সাহা, বয়স ৮৮।

সন্তোষ কর্মকারের ভাষ্য থেকে জানতে পারি তাঁর কামারশালা এদেশে আর বাড়িঘর পূর্ব পাকিস্তানে। মাঝে মাথাভাঙা স্থানীয় ভাষায় যা 'হাউলি নদী'। নদীর ওপারের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসেন তিনি। এদিকে এসে এক মুসলমানের ফেলে যাওয়া বাড়িতে বসত গড়েন। কিন্তু প্রতি রাতেই নদী পেরিয়ে ডাকাত আসে। পাকিস্তানি ডাকাত। ওদিকে ঘর জমি ছাড়ার বেদনা, এদিকে ডাকাতের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো। তিনি একটার পর একটা বাড়ি বদল করেন, কিন্তু কোথাও সুস্থিতি পান না। অবর্ণনীয় সে জীবনকথা। কী প্রচণ্ড সংগ্রাম। তবু বলব, দেশভাগের কথা মানেই যে 'ট্রমা-চিহ্নিত' আখ্যান, এবং যে কোনও কথা, সাক্ষাৎকার সেদিকেই বার বার ঠেলে দেয়, বা দিক নির্দেশ করে—তা এখানে হয়নি। বরং কথাবার্তা হয়েছে অনেক খোলামেলা, বেশ কিছু উল্টো ভালোবাসার কথাও আছে। আসলে, বাংলার পার্টিশন যে একমুখী নয়, বহুমাত্রিকা— তা সমগ্র বইটি থেকে পরিষ্কার উঠে এসেছে।

এখানে অনেক কথাই হয়তো এলোমেলো, কিন্তু জীবনের উষ্ণতা সর্বত্র। পায়ে পায়ে মৃত্যু ঠেলে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার লড়াই জারি থাকে তাই নিরন্তর। এখনও কারও কারও আত্মীয়স্বজন রয়েছে বাংলাদেশে। এঁদের কথা থেকে সরাসরি জানতে পারি, তাঁদের বর্তমান অবস্থা, কেমন আছেন তাঁরা। ঠিক তেমন ভাবেই এদেশে এসে কতদিন লাগল একটু স্বস্তিতে বসত করতে, নাকি এখনও চোরা ভয় কাজ করে দেশ ছাড়ার! যখন চারদিকে এনআরসি, সিএএ নিয়ে এত ঢক্কানিনাদ! তাই এই বইটি থেকে আমরা জানতে পারি দেশভাগের এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কেমন আছেন তাঁরা? কী মনে করছেন তাঁরা? যা গুরুত্বপূর্ণ এক জিজ্ঞাসা।

বাংলার পার্টিশন-কথা— উত্তর প্রজন্মের খোঁজ এটি দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, করোনার সময়। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে ত্রিশটি জীবনভাষ্য, কথোপকথন, দুই বাংলার আটজন লেখক ও বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার এবং পাঁচটি প্রবন্ধ।

জীবনভাষ্য ও কথোপকথনে মৌখিক ভাষ্য গ্রহণ প্রসঙ্গে দুই বাংলাই স্থান পেয়েছে। আছে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, নদীয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা, নাটোর। আলাপ পর্বে অংশ নিয়েছেন অরুণ সেন, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন মল্লিক, নীহারুল ইসলাম, শামসুজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। সমীক্ষা মূলক প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য বহুমাত্রিক স্বর উঠে আসে। তা যেমন, লালগোলা, হিলি সীমান্তবর্তী জনজীবনের ক্ষেত্রসমীক্ষা করে লেখা ইতিহাস ও লোকশ্রুতি। তেমনই আছে মতুয়া ও নমঃশূদ্র সমাজের অঞ্চলভিত্তিক কথা। লিখেছেন— মৌসুমী মজুমদার, শক্তিনাথ ঝা, মননকুমার মণ্ডল, আত্রেয়ী সিদ্ধান্ত, উত্তমকুমার বিশ্বাস প্রমুখ। এমন একটি কাজের সঙ্গে বহু মানুষ থাকেন, যাঁরা সহমর্মী হয়েই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এমন একটি বই যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনই সময়সাধ্য কাজ। তার সেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন অ্যাণ্ড কালচারাল স্টাডিজ'।

বাংলার পার্টিশন-কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজ ২ ॥ ভূমিকা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা: মননকুমার মণ্ডল ॥ সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন অ্যাণ্ড কালচারাল স্টাডিজ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ॥ ৭৫০ টাকা।

• জয়ন্ত দে